কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 NOV 2017 ...
পৃ: ... কলাম ...

বেতনবৈষম্য নিরসন চান পৌনে চার লাখ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেতনবৈষম্যের নিরসন চান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় পৌনে চার লাখ শিক্ষক। ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু বেতন নির্ধারণ হয় ১২তম গ্রেডে। অথচ সরকারি চাকরিতে বেশির ভাগ দ্বিতীয় শ্রেণির পদে বেতন দেওয়া হয় দশম গ্রেডে। তাই প্রধান শিক্ষকরা দশম গ্রেডেই বেতন চান। বেতন কাঠামোয় সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেডও উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরাও প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বেতন স্কেলের পার্থক্য চার ধাপ থেকে কমিয়ে শুধু এক ধাপ নিচে রাখার দাবি জানিয়েছেন।

প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের দাবির মধ্যে রয়েছে শুধু পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, ২০১৪ সাল থেকেই দশম গ্রেডের বেতন স্কেল কার্যকর করা, নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা, শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির বিধান রেখে প্রধান শিক্ষকদের উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অধীনে ন্যস্ত করা, সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা, টাইম স্কেলপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের সমগ্র চাকরিকাল বিবেচনা করে আর্থিক সুবিধা নির্ধারণ করা।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির মুখপাত্র এস এম ছায়িদ উল্লা বলেন, 'প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান-সংক্রান্ত ২০১৪ সালের ৯ মার্চের প্রজ্ঞাপনে ভুলবশত গেজেটেড শব্দটি ছিল না। তবে ২০১৫ সালের ১৮ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধান শিক্ষকদের গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষকদের দশম গ্রেডে উন্নীত করে নাম উল্লেখ করে গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় পদমর্যাদা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আমরা তিন বছর ধরে এ বিষয় নিয়ে ঘুরলেও কাজ হচ্ছে না।'

অন্যদিকে সহকারী শিক্ষকরা বর্তমানে চাকরির শুরুতে ১৪তম গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের বেতন গ্রেড প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন। অন্য দাবিগুলোর মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ বন্ধ করা, সহকারী শিক্ষককে এন্ট্রি পদ ধরে যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মহাপরিচালক পদ পর্যন্ত শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, 'আমরা প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচেই সহকারী শিক্ষকদের বেতন চাই। সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দিলে তাঁদের শিক্ষকতা পেশায় খাপ খাওয়াতে সময় লাগে। তাই আমাদের দাবি সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ পদোন্নতি।'